আদালত অবমাননার অভিযোগ

কোর্টে ক্ষমা চেয়ে রেহাই মানিকের

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চাইলেন রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য।

শুনানি শেষে পর্ষদ সভাপতি সাংবাদিকদের বলেন, 'আদালতে পুরো বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়েছে। আদালত সন্তুষ্ট। আমিও অবমাননার দায় থেকে মুক্ত। এছাড়া অন্য যে বিষয়গুলি আদালতের বিচারাধীন, তা নিয়ে আমি কিছু বলব না।'

২০১৪ সালের টেট মামলায় প্রশ্নপত্রতেই ভুল ছিল বলে জানা যায়। সেই প্রেক্ষিতে ২০১৮ সালে বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, ভুল প্রশ্নের উত্তর যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের পূর্ণাঙ্গ নম্বর দিতে হবে। এর আগে ২০১৪ সালের প্রাথমিক টেট মামলায় গাফিলতির অভিযোগে নিজের পকেট থেকে প্রত্যেক মামলাকারীকে ২০ হাজার টাকা করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় পর্ষদ সভাপতিকে। তারপর ফের আদালতে অভিযোগ জমা পড়ে পর্ষদের বিরুদ্ধে। ভুল প্রশ্নপত্রের উত্তরদাতাদের নম্বর না দেওয়ার কারণে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হয় সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে।

ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, মানিক ভট্টাচার্যকে সশরীরে আদালতে হাজির হতে হবে। সোমবারই ছিল সেই হাজিরার দিন। সেই মতো তিনি সোমবার আদালতে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চান। এদিকে, ১০ তারিখে আদালতের নির্দেশের পরই নিয়োগপত্র হাতে পান মামলাকারী নীলোৎপল গুছাইত। এদিন শুনানি চলাকালীন পর্ষদ সভাপতিও আদালতের সামনে জানিয়ে দেন, মামলাকারী নীলোৎপল গুছাইত তাঁর নিয়োগপত্র পেয়ে গিয়েছেন। স্কুল শিক্ষা দপ্তর নিয়োগপত্র তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে। এদিন নীলোৎপলও উপস্থিত ছিলেন এজলাসে।

সোমবার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি মানিকবাবুর উদ্দেশে মন্তব্য করেন, 'আপনি পর্ষদের সর্বোচ্চ পদে রয়েছেন। আপনার ইগো থাকতে পারে না। নাগরিকের সঙ্গে নাগরিকের লড়াই চলতে পারে না। আপনার প্রচুর ক্ষমতা। অনেক টাকা। যিনি মামলাকারী তাঁর কী আছে?' বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আপনি তাঁদের পিতৃতুল্য। তাই সেরকম ব্যবহার করাই উচিত। আপনি একটি আইনের কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এখানে অনেকেই আপনার ছাত্র। আদালত অবমাননার দায়ে আপনাকে ডেকে পাঠানো হবে, এটা ভালো লাগে না। যোগ্য প্রার্থীদের চাকরির ব্যবস্থা করুন। এখন সম্ভব না হলে ভবিষ্যতে যে শূন্যপদগুলি তৈরি হবে, সেখানে নিয়োগের ব্যবস্থা করুন। এই চাকরিপ্রার্থীরা কতদিন আর লড়াই করবেন?'

পর্ষদের শীর্ষে রয়েছেন এমন একজনকে আদালত অবমাননার দায়ে আদালতে এসে হাজিরা দিতে হওয়ায় এই মামলা বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে যায়। তবে মানিকবাবুর উদ্দেশে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আপনাকে অপমান করার কোনও উদ্দেশ্য নেই আদালতের। কিন্তু আপনি আদালতের নির্দেশ মানেননি। তাই এই পদক্ষেপ। আপনি ল'কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন? তারপরও আইনকে অবহেলা করেছেন?'

অন্যদিকে, এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নবান্নের উদ্দেশে বলেছেন, 'আদালত মনে করছে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষাঙ্গনে যে শূন্যপদ রয়েছে সেগুলি দ্রুত পূরণ করুক রাজ্য সরকার। আমি নির্দেশ দিচ্ছি, রাজ্য সরকার অবিলম্বে রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করুক।' প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক সহ শিক্ষক নিয়োগের অজস্র মামলা আদালতে ঝুলে রয়েছে। সেগুলির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শূন্যপদ পূরণ হচ্ছে না। এদিন সেই প্রসঙ্গ তুলেই আদালত বলেছে, শূন্যপদ পূরণে অবিলম্বে যেন নবান্ন দ্রুত ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।

আদালত এদিন স্পষ্ট করে জানিয়েছে, যাঁদের চাকরি দেওয়ার নির্দেশ বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় দিয়েছিলেন তাঁদের সকলের নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এ নিয়ে কোনও টালবাহানা চলবে না। শুধু তাই নয়। সামগ্রিকভাবে রাজ্যের স্কুলগুলিতে শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণের কথা বলেছে আদালত।

আদালতের কথা

- যোগ্য প্রার্থীদের চাকরির ব্যবস্থা করুন
- এখন সম্ভব না হলে ভবিষ্যতে যে শূন্যপদগুলি তৈরি হবে, সেখানে নিয়োগের ব্যবস্থা করুন
- এই চাকরিপ্রার্থীরা কতদিন আর লড়াই করবেন?
- আপনাকে অপমান করার কোনও উদ্দেশ্য নেই আদালতের
- কিন্তু আপনি আদালতের নির্দেশ মানেননি, তাই এই পদক্ষেপ

> আদালতে পুরো বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়েছে। আদালত সন্তুষ্ট। আমিও অবমাননার দায় থেকে মুক্ত। এছাড়া অন্য যে বিষয়গুলি আদালতের বিচারাধীন, তা নিয়ে আমি কিছু বলব না।
>
> – মানিক ভট্টাচার্য *সভাপতি, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ*

বীরভূমে ময়ূরাক্ষী নদীতে আগমণীর বার্তা। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

ভবানীপুরে প্রচারে ঝড় তুলতে মরিয়া তৃণমূল, বিজেপি

প্রচারে বৈঠকি আড্ডায় জোর মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : করোনা আবহে উপনির্বাচন হতে চলেছে। কমিশনের তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে প্রার্থীদের প্রচারের ওপর। বড় জনসভা কিংবা পদযাত্রার বদলে ভবানীপুরের ভোট প্রচারে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বৈঠকি আড্ডা ও পথসভায় জোর দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্ন থেকে ফেরার পথে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডে হাজির হন মমতা। সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও। সেখানে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে অনেকের সঙ্গে কথা বলেন তৃণমূল নেত্রী। সকলের কুশল সংবাদ নেন তিনি। অনেকের হাত ধরেও কুশল বিনিময় করেন।

অন্য একটি ওয়ার্ডেও একই কায়দায় জনসংযোগ সারেন মুখ্যমন্ত্রী। সকলের সঙ্গে ঘরোয়া আড্ডা চলে বেশ কিছুক্ষণ। খিদিরপুরের ২৫ পল্লি দুর্গাপুজোর পাড়া থেকে ১৬ আনা মসজিদ হেঁটে ঘুরে বেড়ান তিনি। কথা বলেন সকলের সঙ্গে। ১৬ আনা মসজিদে ইমামদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ সারেন তিনি।

করোনার চোখরাঙানি উপেক্ষা করে কীভাবে উপনির্বাচনে লড়া যায়, সেই রণনীতি তৈরি করতে রবিবার রাতে ভবানীপুরের পার্টি অফিসে বৈঠকে বসেছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পরিবহণ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমরা। সেখানেই ঠিক হয়েছে, বৃহস্পতিবার উত্তম উদ্যানে মমতা এলাকার বাছাই করা ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে বৈঠক করে বাকি সাতটি ওয়ার্ডে তৃণমূল নেত্রীর ঘরোয়া সভার সূচি ঠিক করা হবে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত বিধি মেনে যাতে এই সভার আয়োজন করা যায়, তার দায়িত্ব দেওয়া হবে ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটরদের। তাছাড়া প্রচারসূচি এমনভাবে তৈরি করতে হচ্ছে, যাতে তার প্রভাব মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক কাজকর্মে না পড়ে। কারণ, ভোট প্রচারের সঙ্গে তাঁকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। তাই একটি ওয়ার্ডের কর্মসূচি শেষ হলে পরবর্তী ওয়ার্ডের কর্মসূচি স্থির করা হবে বলেই দলীয় সূত্রের খবর।

ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা তৃণমূলের জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'প্রার্থী হিসেবে মমতা চেয়েছিলেন প্রত্যেক ভোটারের কাছে পৌঁছে যেতে। কিন্তু করোনা সংক্রমণের পরিস্থিতিতে তেমনটা সম্ভব হচ্ছে না। তাই ছোট ছোট সভা করে তৃণমূল নেত্রী নিজের কথা বলবেন। বাকি প্রচার দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা ভাগ করে নিয়েছেন।'

বাড়ি বাড়ি প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : কৌশিক দত্ত

মমতার সম্পত্তি

মোট সম্পত্তির পরিমাণ	৩৮ হাজার ২৯ টাকা
১৫ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮৪৫ টাকা	গয়না ৯ গ্রাম ৭০০ মিলিগ্রাম, বাজারমূল্য ৪৩ হাজার ৮৩৭ টাকা
ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ ১৩ লক্ষ ১১ হাজার ৫১২ টাকা	হাতে নগদ অর্থ ৬২ হাজার ৫৯০ টাকা
অস্থাবর সম্পত্তি ১৫ লক্ষ	

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের নামে কোনও বাড়ি, গাড়ি ও চাষযোগ্য জমি নেই

**সূত্র : নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া সম্পত্তি সংক্রান্ত হলফনামা*

বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াংকা টিব্রেওয়ালের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী।

প্রিয়াংকার মনোনয়নে সঙ্গী শুভেন্দু, অর্জুন

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াংকা টিব্রেওয়াল। এদিন আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিংয়ে কমিশনের নির্ধারিত সময় সাড়ে ১২টায় মনোনয়ন জমা দেন তিনি। মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে মন্দিরে পুজো দেন প্রিয়াংকা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, অর্জুন সিং সহ বিজেপির একাধিক নেতা।

এদিন মনোনয়ন পেশের আগে মন্দিরে যান প্রিয়াংকা টিব্রেওয়াল। ধুনুচি হাতে মন্দিরে প্রবেশ করেন। পুজো শেষে গোলবাড়ি মন্দির থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে পৌঁছোন আলিপুর সার্ভে বিল্ডিংয়ে। সেখানে শুভেন্দু অধিকারীর পাশে বসে মনেনয়নপত্র জমা দিলেন ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী। ভবানীপুর আসনের দায়িত্ব প্রিয়াংকাকে দেওয়ায় খুশি বিরোধী দলনেতা। এদিন তিনি বলেন, 'প্রিয়াংকা লড়াকু নেত্রী, তরুণ আইনজীবী। বরাবরই দলের হয়ে লড়াই করেছেন। আদালতে গিয়ে বহু অসহায় বাড়ি ছাড়া মানুষকে বাড়ি ফেরাতে সাহায্য করেছেন। ওঁর এই লড়াই শুধু একার নয়। আমরা সবাই সঙ্গে আছি।' প্রিয়াংকা জানান, তিনি তাঁর মতো করে লড়াই করবেন। ভোট প্রচারে বেরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও যাবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গত বিধানসভা ভোটের নিরিখে ভবানীপুরের ৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬টিতে পিছিয়ে ছিল বিজেপি। সেই কেন্দ্রগুলিতেই প্রচারে জোর দেবে পদ্মশিবির।

এদিন ভবানীপুরের সিপিএম প্রার্থী শ্রীজীব বিশ্বাসও মনোনয়ন জমা দেন। এই তরুণ আইনজীবী বলেন, 'এই সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই ৩৬৫ দিনের। যেহেতু এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়ছেন তাই ভবানীপুরের নির্বাচনটাও সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটা অন্যতম মাইলস্টোন। এই লড়াই চলবে। বিজেপি অঙ্ক কষে দেখাতে চাইছিল, নন্দীগ্রামে যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানো সম্ভব হয়েছে, তেমনি ভবানীপুরেও অসম্ভব নয়।' বাম-বিজেপির মনোনয়নকে কটাক্ষ করে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'যিনি ভবানীপুরে জিতবেন তিনি শুক্রবার মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। যাঁরা দ্বিতীয় আর তৃতীয় হবেন তাঁরা সোমবার মনোনয়ন জমা দিলেন।'

দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : ভবানীপুর উপনির্বাচন নিয়ে দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুধুমাত্র কেন ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে, তা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এদিন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দলের ডিভিশন বেঞ্চ এই আর্জি খারিজ করে দিয়ে বলে, 'বিজ্ঞপ্তি জারির এতদিন পর কেন আদালতে এসেছেন? আগে কেন আসেননি?' এরপর ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এই আর্জি খারিজ করে দিয়ে বলেন, পরবর্তী শুনানি ২০ সেপ্টেম্বর হবে। ভবানীপুরে কেন শুধুমাত্র উপনির্বাচন হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিজেপির পক্ষ থেকে আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন।

পার্থর অফিসে সিবিআই

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : অর্থলগ্নি সংস্থা 'আইকোর' মামলার তদন্তে শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটে শিল্প ভবনে টানা দু'ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের অফিসাররা। গত সপ্তাহেই পার্থবাবুকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ দিয়েছিল সিবিআই। কিন্তু পার্থবাবু সিবিআইকে ই-মেলে জানিয়ে দেন, এখন ভবানীপুরের উপনির্বাচন নিয়ে তিনি ব্যস্ত আছেন। তাছাড়া তাঁর শিল্প দপ্তরেও কাজ আছে। তাই কিছু জানার জন্য সিবিআই অফিসাররা তাঁর শিল্প ভবনের অফিসে আসতে পারেন।

দপ্তর থেকে নেমপ্লেট সরল রাজীবের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে পার্টি থেকে ছেঁটে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল বিজেপি বলে দলীয় সূত্রে প্রকাশ। ভোটের পর থেকেই গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। বরং বিজেপির অন্যান্য বেসুরোদের দলে নাম লিখিয়ে তো ছিলেনই। ভোটে হেরে তৃণমূলে ফেরার জন্য ঘাসফুল শিবিরের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগও শুরু করেন। তখনও অবশ্য বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব নীরব ছিলেন। তবে এবার বোঝা যাচ্ছে দল তাঁকে আর ধরে রাখতে চাইছে না। রবিবার রাতে বিজেপির হেস্টিংস কার্যালয়ে রাজীবের বরাদ্দ ঘরের দরজার ওপর তাঁর নামের নেমপ্লেটটি সরিয়ে নেওয়া হল।

হেস্টিংস দপ্তরের ৯ তলায় ৮১১ নম্বর ঘরটি ভোটের আগে রাজীবের নামেই বরাদ্দ করা হয়। তাঁর নেমপ্লেট সরানো কেন্দ্র করেই জল্পনা যে এবার রাজীবকে দল থেকে ছেঁটে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল গেরুয়া শিবির। এই ব্যাপারে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হলে তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'আমি তো থেকেও নেই। এই নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। এই বিষয়ে বিজেপি পার্টি আমায় কিছু জানায়নি। আমার তাই কিছু জানা নেই।'

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি কি এখনও বিজেপিতে আছেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে রাজীব 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে বলেন, 'এই নিয়ে এখনই আমি কিছু বলছি না। যা বলার ঠিক সময়েই বলব।' তাহলে আপনি হঠাৎ করে দীর্ঘদিন নীরব কেন? তাঁর মন্তব্য, 'অনেক সময় নীরবও থাকতে হয়। তাই নীরব আছি। সময় হলেই মুখ খুলব।'

বিজেপির কোনও কর্মসূচিতে আপনাকে দেখা যাচ্ছে না দীর্ঘদিন? এই প্রশ্নেও তাঁর উত্তর, 'এখন আমি কিছু বলছি না।' দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের ঘরের পাশেই রাজীবের ঘরটি ভবানীপুরে দলের প্রার্থী প্রিয়াংকা টিব্রেওয়ালের নামে বরাদ্দ করা হচ্ছে। ভোটের কাজে প্রিয়াংকা ঘরটি তাঁর অফিসের কাজে ব্যবহার করবেন। এছাড়া হেস্টিংস দপ্তরের ওই ৯ তলার আর একটি ঘরকে বিজেপি ভবানীপুর উপনির্বাচনে ভোটে লড়াইয়ের জন্য 'শলাপরামর্শ' কক্ষ হিসেবে তৈরি করছে। ওই ঘরটি বরাদ্দ করা হচ্ছে গত বিধানসভা ভোটে দলের পরাজিত প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষের জন্য। এবার প্রিয়াংকার ভোট প্রচারে অন্যতম মূল দায়িত্বে রয়েছেন রুদ্রনীলই।

দল থেকে যখন রাজীবকে সরানোর প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তখন অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটে পরাজিত বিজেপি প্রার্থী বরুণ প্রামাণিক (চিত্ত) তৃণমূলে যোগ দিলেন। ঘর ওয়াপসির জেরে ভাঙন অব্যাহত বিজেপিতে।

> অনেক সময় নীরবও থাকতে হয়। তাই নীরব আছি। সময় হলেই মুখ খুলব।
>
> – রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

সোমবার স্কুল-কলেজ খোলার দাবিতে কলেজ স্ট্রিটে বিক্ষোভ। ছবি : রাজীব মণ্ডল

শিল্প ও পর্যটন নিয়ে উদ্যোগ

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে শিল্প আনতে ও পর্যটন শিল্পকে আরও চাঙ্গা করতে এবার বড় উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এবার থেকে শিল্প ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স, বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পেতে সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া পর্যটন শিল্পেও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

টুর অপারেটর, টুর অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট অপারেটর, ট্রাভেল এজেন্ট সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তাদের পৃথক পৃথক সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নিয়ে একটি গাইডলাইন তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। ওই গাইডলাইন তৈরি হয়ে গেলে তা বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে।

জোড়া খুনে পুলিশ হেপাজত দুই ভাইয়ের

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) : ৬ সেপ্টেম্বর বেহালার পর্ণশ্রী থানার সেনপল্লির একটি বহুতলের তিনতলার ফ্ল্যাটে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন সুস্মিতা মণ্ডল ও তাঁর নবম শ্রেণি পড়ুয়া একমাত্র ছেলে তমোজিৎ মণ্ডল। চারদিন পর এই খুনের মামলার কিনারা করেছেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা। ওই ঘটনায় আটক সুস্মিতাদেবীর দুই মাসতুতো ভাই সঞ্জয় দাস ও সন্দীপ দাসকে এদিন কড়া পুলিশি পাহারায় আলিপুরের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হলে ম্যাজিস্ট্রেট তাদের দুজনকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিন আদালতে সরকার পক্ষের আইনজীবী বলেন, এই নৃশংস খুনের ঘটনায় আটক ব্যক্তিরা যে অস্ত্রটি দিয়ে সুস্মিতাদেবী ও তাঁর ছেলেকে খুন করেছিল, সেই অস্ত্র ও ওই বাড়ি থেকে লুঠ করা সুস্মিতাদেবীর মোবাইল, ল্যাপটপ ও গয়নাগাটি এখনও উদ্ধার করা যায়নি। তাই আটক ব্যক্তিদের ঠিকমতো জিজ্ঞাসাবাদ করে ওইসব জিনিস উদ্ধার করা তদন্তের পক্ষে খুবই জরুরি। তাঁরা আটক ব্যক্তিদের ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানান। ম্যাজিস্ট্রেট ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যেভাবে ওই দুজনকে খুন করা হয়েছিল, তা দেখে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের স্থির বিশ্বাস ছিল, আততায়ীরা নিহত সুস্মিতা মণ্ডলের পরিচিত। সেই অনুসারে তাঁরা দফায় দফায় তাঁর স্বামী তপন মণ্ডল, তাঁর বাবা, বোন, ভগ্নীপতি সহ অন্য আত্মীয়দের একটি তালিকা প্রস্তুত করে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করেন। এছাড়া সঞ্জয়ের গায়ের আঁচড়ের চিহ্ন দেখে তাঁরা অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন সঞ্জয় ওই খুনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করেই খুনের ঘটনার কিনারা করে ফেলতে সমর্থ হন গোয়েন্দারা।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাতজ ব্যথার বৃদ্ধি। কেউ বিশ্বাস ভঙ্গ করে অসুবিধায় ফেলবে। বৃষ : আজ পরিশ্রমে কাটবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। প্রেমের সমস্যা মিটবে। মিথুন : পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে স্থানান্তরের সম্ভাবনা। কর্কট : শিরঃপীড়ায় কষ্ট। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। সিংহ : আপনার ভুলে আর্থিক ক্ষতি। সন্তানের জন্যে দুশ্চিন্তায় মানসিক যন্ত্রণা। প্রেমে শুভ। কন্যা : বাবার পরামর্শে ব্যবসায় সমস্যা মুক্তি। প্রেমে শুভ। তুলা : অতিরিক্ত লাভের জন্যে অতিরিক্ত বিনিয়োগে যাবেন না। চুরি হতে পারে মূল্যবান দ্রব্য। বৃশ্চিক : ব্যবসায় সমস্যা দেখা দিতে পারে। পিতা-মাতার শরীরের প্রতি নজর রাখুন। ধনু : সন্তানের প্রতিভার বিকাশ দেখে তৃপ্তি। স্ত্রীর সহায়তায় সংসারের উন্নতি। দন্তপীড়া। মকর : কর্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষালাভের জন্য স্থানান্তর হতে পারে। কুম্ভ : পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবে। শরীর খুব একটা ভালো যাবে না। মীন : মানসিক অশান্তির অবসান। কর্মক্ষেত্রে প্রেমের প্রস্তাব পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ মঙ্গলবার ২৮ ভাদ্র, ১৪২৮, ভাঃ ২৩ ভাদ্র, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১, ২৮ ভাদ, সংবৎ ৮ ভাদ্রপদ সুদি, ৬ শফর। সূঃ উঃ ৫।২৬, অঃ ৫।৪১। মঙ্গলবার, অষ্টমী দিবা ২।৫৪। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র দিবা ৯।৫০। প্রীতিযোগ দিবা ৯।৩৯। ববকরণ দিবা ২।৫৪ গতে বালবকরণ রাত্রি ১।৪৪ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ৯।৫০ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-ঈশানে, দিবা ২।৫৪ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৬।৫৮ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১।৫ গতে ২।৩৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৯ গতে ৮।৩৭ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, দিবা ৯।৫০ গতে মাত্র উত্তরে নিষেধ, দিবা ১১।১৮ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, দিবা ২।৫৪ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-দিবা ৯।৫০ গতে ২।৫৪ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)-অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং নবমীর সপিণ্ডন। দিবা ২।৫৪ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। দুর্ব্বাষ্টমীব্রত। গোস্বামী মতে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীব্রত। আচারবশতঃ গো-পুজো ও গোশালা পুজো। শ্রীপাট গাম্ভীলায় রাধাষ্টমীব্রত উপলক্ষ্যে উৎসব। সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস। শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী সম্পদানন্দ গুরু মহারাজের শুভ আবির্ভাব উৎসব। মুর্শিদাবাদ জেলার মাণিক্যহার গ্রামে গিরিধারী বাড়িতে মহাসাড়ম্বরে পালিত হয় শ্রীশ্রীরাধারানির জন্মোৎসব। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৫২ গতে ১০।১৭ মধ্যে ও ১২।৪২ গতে ২।১৯ মধ্যে ও ৩।৬ গতে ৪।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২০ মধ্যে ও ৮।৪৩ গতে ১১।৭ মধ্যে ও ১।২৮ গতে ৩।৪ মধ্যে।